ANTAK

অন্তক

International
Peer Reviewed Research Journal Book

Editor in chief
Goutam Mishra
Dept of Sanskrit
Dhruba Chand Halder College

SANSKRIT PUSTAK BHANDAR

ANTAK

অন্তক

International

[PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL BOOK]

Editor in Chief

Goutam Mishra

Sanskrit Pustak Bhandar

38, Bidhan Sarani, Kolkata-6

July, 2018

© Sanskrit Pustak Bhandar

Published : Gurupurnima, July, 2018

ISBN : 978-93-87800-31-1

Type Setting by :
G D R Computer Centre

Rs. : 500·00

ANTAK

অন্তক

International
[Peer Reviewed Research Journal Book]

Editor in Chief
Goutam Mishra

Joint Editor
Subhasis Bhattacharyya
Subir Gayen
Debabrata Bera
Lokesh Mondal
Rasidul Karim

DEPARTMENT OF SANSKRIT
Dhruba Chand Halder College
Dakshin Barasat, 24 Pgs. [S]. W.B. India
JULY, 2018

"Antak", International peer reviewed Research Journal book. ISBN : 978-93-87800-31-1

Content

		पृष्ठा
हर्षचरितस्य पञ्चमोच्छ्वासे वर्णितस्य दाहज्वस्य आयुर्वेदिकचिकित्सापद्धतिः, आधुनिककाले अस्याः उपयोगिता	—देवाशिस-नस्करः	१
वेदाङ्गेषु प्रातिशाख्यम्	—सुयमण्डलः	९
निरुक्तशास्त्रीयेतिहासिकपर्यालोचनम्	—आशिसमण्डलः	१७
वाल्मीकि-पाणिन्योः पौर्वापर्यम्	—रथीन-विश्वासः	१८
संस्कृतव्याकरणशास्त्रे पाणिनेः अवदानम्	—रञ्जित-भक्तः	२२
माघस्य रचनाशैल्यां गुणत्रयम् : एकः समीक्षात्मकपर्यालोचना	—टोटन घोषः	२९
प्राच्यपाश्चात्त्यदर्शनेषु अवयव-पर्यालोचनम्	—पौलमी व्यानार्जी	३९
मुद्राराक्षसे टीकासमीक्षा	—शुभजित्-सामन्तः	४४
संस्कृतनाट्यशास्त्रे संगीतम्	—लोकेश-मण्डलः	५३
भारतीयसाहित्ये मानविकमूल्यबोधम्	—जयदेव-दोलइ	६३
मीमांसाशब्दस्य व्युत्पत्तिर्महत्त्वञ्च	—हिरण्मयदत्तः, आचार्य	६८
Implementation and impact of Karmayoga in our daily life	—Dr. Prasanta Karmakar	९३
Maski Rock Edict In Asokan Inscription	—Arpan Sarkar	८०
Cultural Aspects Found in the Aitareya Brâhmaṇa	—Priyanka Majumder	८९
Ethical Views of Nâgârjuna : A Study	—Shreyasee Majumdar	९८

"Antak", International peer reviewed Research Journal book. ISBN : 978-93-87800-31-1

পৃষ্ঠা

A Contemporary Study About Complexion of Rigvedic Ritual And Ceremonies —Ramkrishna Maitra ১০৮

Úva-Úkti in Indian Tradition : same insights from mythology and Sanskrit Epigraphs —Smt. Champa Barman ১১৮

Sociocultural Value of the Âgamúâstra — Goutam Mishra ১২৫

Concept of Kâvya : A Review —Dr. Piew Mondal ১৩২

Social Inclusion : Vision and Works of Babu Jagjivan Ram —Tarun Kumar Bag ১৪৩

Women Empowerment-A Tool of Sustainable Development —Suvendu Kumar Maity ১৫৬

Artificial Intelligence in Real Emergency —Arnab Chakraboroty ১৬৪

Square of Opposition Transform to Hexagon of Opposition —Kutubuddin Sheikh ১৭১

Sri Aurobindo's Concept of Integral Yoga —Ramiz Raja Baig ১৭৯

Kamma in Buddhist Philosophy —Jagadish Raptan ১৮৯

Platonic Justice : A Critical Analysis —Naznin E Firdaus ১৯৩

'Significance of temple tank in India' —Dr. Sourav Maity ১৯৯

"Antak", International peer reviewed Research Journal book. ISBN : 978-93-87800-31-1

পৃষ্ঠা

Compression of Slant Toeplitz Operators on the Polydisk —Sougata Marik ২০৩

Localized Algorithm for mutually exclusiveconnected set cover partitioning in wireless sensor networks —Rasidul Karim ২২৯

Disparity In Literacy : A Case Study On-Bamonghata Area, South 24 Parganas, West Bengal —Pujarini Ghosh (Saha) ২৪৪

THE CITIZENS' CHARTER : INDIAN EXPERIENCE —Swarup Rana ২৫০

Importance of Diplomacy and Morality in Indian Foreign Policy : A reference on the Rohingya issue —Rina Samanta ২৬০

The Concept of Liberation In Jaina Philosophy —Dr. Subhasis Bhattacharyya ২৬৬

চিৎসুখাচার্যসম্মত জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বের পঞ্চম লক্ষণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা —ড. টুসি ভট্টাচার্য ২৭১

নারী শিক্ষাচিন্তায় বিবেকানন্দ —কৃষ্ণা কুণ্ডু ২৮১

রবীন্দ্রজীবনে সংস্কৃতের প্রভাব —রাহুল দেব বিশ্বাস ২৮৬

প্রশ্ন উপনিষদ ঃ —একটি পর্যালোচনা —ডঃ চন্দ্রিমা গোস্বামী ভট্টাচার্য ২৯০

কৌটিল্যের দন্ডনীতির প্রাসঙ্গিকতা —স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য ২৯৬

গীতা ঃ শাশ্বত ও সার্বজনীন গ্রন্থ —ড. সুদীপ্ত প্রামাণিক ৩০৩

প্রতিমাগৃহ : মনুষ্য মূর্তির এক অনন্য সংগ্রহভান্ডার —আনন্দ মুখার্জী ৩০৯

"Antak", International peer reviewed Research Journal book. ISBN : 978-93-87800-31-1

ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত অভাব পদার্থের অস্তিত্ব সংক্রান্ত পর্যালোচনা	—সাহেব সামন্ত	৩৩১
	—অধ্যাপক শঙ্কর ভুইয়া	৩৩৯
বাম বনাম এনজিও		
সুশাসনের (Good Governance) লক্ষ্যে ডিজিট্যাল ভারত	—অধ্যাপক সুবীর গায়েন	৩৪৬
কর্মসূচী ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা	—সুপ্রীতি দত্ত	৩৫১
প্রাচীন ভারতে পরিবারের ধারণা		
প্লেটোর শিক্ষানীতি ও বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা	—পূবালী চট্টোপাধ্যায়	৩৬০
ভারতে ইসলামের প্রসারে সুফীদের ভুমিকা	—বুম্বা দে	৩৭০
মিথ্যাত্বের যথার্থ অর্থ নিরূপণ	—বিশ্বজিৎ মণ্ডল	৩৭৮
চার্বাকের দৃষ্টিতে ঈশ্বর	—বনমালী মালিক	৩৮৪
নারীশিক্ষার বিস্তার ও ক্ষমতায়নে বিবেকানন্দ	—দেব কুমার হালদার	৩৮৯
ভারতীয় দর্শনে যোগভাবনা	—উজ্জ্বল দে	৩৯৫
লোকায়ত দর্শনের আলোকে ভোগবাদ	—সুজিত মন্ডল	৪০৪
অর্থশাস্ত্রে ধর্মচিন্তা	—পায়েল কুণ্ডু	৪১৩
ভারতীয় দল ব্যবস্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা	—বিকাশ নস্কর	৪১৮
প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থা-এক সমীক্ষাত্মক আলোচনা	—অনুপ মণ্ডল	৪২৮
বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার লৌকিক দেব-দেবী	—তন্ময় জোদ্দার	৪৩৫
ন্যায় সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ বিচার	—প্রসেনজিৎ বেরা	৪৪৯
পুরাণের প্রাচীনত্ব : একটি সমীক্ষা	—সঞ্জীব মণ্ডল	৪৫৯
বৌদ্ধমতে স্বভাব প্রতিবন্ধ এবং অবিনাভাব সম্বন্ধ—একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা	—তানিয়া ভট্টাচার্য্য	৪৬৫

"Antak", International peer reviewed Research Journal book. ISBN : 978-93-87800-31-1

রবীন্দ্রজীবনে সংস্কৃতের প্রভাব

রাহুল দেব বিশ্বাস
অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ, কালীনগর মহাবিদ্যালয়

মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব সব দেশ ও জাতির কাছেই এক স্মরণীয় মুহূর্ত। অর্বাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ভারতীয় আর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণভাবে একাত্ম। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করতে তাঁকে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত প্রীতির উৎসসন্ধান অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক চিন্তনে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'প্রাচীন সাহিত্য'—গ্রন্থে কাদম্বরীর আলোচনায় একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সকলেই জানেন ভাব সত্যের মত কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা।"

সংস্কৃত ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা তথা অনুরাগ ও লক্ষ্য করবার বিষয়। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষায় তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দি. নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদরে শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে।"

কবি বিশ্বভারতীর প্রাণের আদর্শ ও সংস্কৃত ভাষায়-ই প্রকাশ করেছেন—

'অথেয়ং বিশ্বভারতী যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।'

সংস্কৃত সাহিত্যে তপোবনের দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর থেকেই ভারতবর্ষের তপোবনের একটি আদর্শ শ্রদ্ধা মনে মনে পোষণ করতেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের

শান্ত, স্নিগ্ধ এবং পবিত্র পরিবেশ বিশ্বকবিকে মুগ্ধ করেছিল সেই তপোবনেরই প্রতিচ্ছবি করে তিনি সৃষ্টি করলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। অতএব দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের মূলেও সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজের প্রেরণা রয়েছে।

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থেরহ 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে বলেছেন—"উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যেন কেবলসুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে সিদ্ধির প্রচার্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।"

শুক্লযজুর্বেদের ঈশোপনিষদে প্রথম মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথ অনেক গ্রন্থই তার ব্যাখ্যা করেছেন। সেটি হল—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধণম্॥"

কঠোপনিষদে উল্লিখিত হয়েছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

অর্থাৎ ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হত। মণীষিগণ বলেন—ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমনি দুর্গম, সেই পথও তেমনি দুর্গম। রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'রাজাপ্রজা'—প্রভৃতি গ্রন্থে প্রায় পঁচিশবার শ্রুতিটিকে স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মুন্ডকোপনিষদের কয়েকটি শ্রুতিকে আহরণ করে আলোচনা করেছেন। যেমন—

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযান ঃ।'

অর্থাৎ সত্যই জয়ী হয়, মিথ্যা নয়। সত্যের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত।

'দুঃখ—প্রবন্ধে কবি বলেছেন-যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমযত আনন্দরূপ। ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষদ একে তিনভাবে ভাগ করেছে। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং এবং অপরটি অদ্বৈতং।

'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্', 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্' 'ভিয়া দেয়ম্'— এই অংশগুলি রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। 'সঞ্চয়' গ্রন্থে 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।'

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বার বার মহাভারতের কথা আত্মপ্রকাশ করেছে বিশেষত সাহিত্য বিচারের প্রসঙ্গে। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র ও উক্তি সম্পর্কে কবি তাঁর নিজের চিন্তাধারায় কিছু কিছু সমালোচনা করলেও এই মহান গ্রন্থের সমুন্নত আদর্শের প্রতি তিনি চিরকালই শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'মহাভারত পাঠ যে আমাদের দেশে ধর্ম-কর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে।'

আমাদের দেশ 'ভারতবর্ষ', পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ। সম্পদের পরিমাপ অর্থ দিয়ে কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক ঋষি তথা ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাসের রচনায় ভাব ভারতের আত্মা ধরা দিয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথ যে এদেরই উত্তরসাধক সে কথা আজ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতীয় ভাবধারা যেন যথার্থ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। তাই কারও মতে 'He is the greatest Indian history.' কেউ বা বলেছেন 'He is India' অর্থাৎ তিনিই ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। বস্তুত ভারতীয় ভাবধারাকে আত্মস্থ করে তাকে তিনি নবরূপে প্রকাশ করেছেন।

উপনিষদের মতো রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন—'হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।' অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের মুখের ঢাকনাটি অনাবৃত করলেই সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুভবগোচর হবে। এখানে হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ বা ঢাকনাটি 'অহং'-এর প্রতীক। আর এই অহংকে ত্যাগ করলেই আত্মার বিকাশ। উপনিষদে তাই উল্লিখিত হয়েছে—

'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা।'

অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। এই ত্যাগ রবীন্দ্রনাথের মতে অহংকে ত্যাগ। লোক কল্যাণকর কর্মে, স্বার্থত্যাগে ও আত্মবিসর্জনে, নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণ সত্তার জাগরণই তো মানুষের ধর্ম। ঈশা-আদর্শের পরিকল্পনায় উপনিষদ্ আমাদের এই মহতী শিক্ষাই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of man' এ লিখেছেন—

"The Isha of our upanishad, the super soul, which permeates all moving things, is the Goid of this human universe whose mind we share in all our true knowledge, love and service and whom to reveal in ourselves through remeneiation of self is the highest end of life."

'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'—এমন আনন্দময় মুক্তির বার্তা উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এই উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কত গানে—

"হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে,
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।"

পরিশেষে একথা বলব গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ভাবধারায় দ্বারা মানবচেতনা থেকে দিব্যচেতনায়, কবিত্ব থেকে ঋষিত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা হল তার ভাষা ও ছন্দ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

'আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে।'

দীর্ঘ জীবনের কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি আত্মাকে শুধুমাত্র ছন্দোময় নয়, আনন্দময়, অমৃতময়, কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করে গেছেন।

● তথ্যসূত্র—

১। গোস্বামী, সুবুদ্ধিচরণ (১৯৯৯) রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত চর্চা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর (২০০০) রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। ভট্টাচার্য, সুখময় (১৯৯১) সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ।
৪। পাল, হরনাথ (১৯৬৬) রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস।
৫। ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৩৯৬) রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্র, আনন্দ।